একডজন গোয়েন্দা পুপুল

(গোয়েন্দা পুপুলের এগারোটি ছোটগল্প ও একটি সম্পূর্ণ রহস্য উপন্যাসিকা)

ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়

লিইবার ফিয়েরা

সূ চি প ত্র

ছো ট গ ল্প

পুপুল তখনও গোয়েন্দা হয়নি ১১
ঠাম্মার হার চুরি ১৯
ফলচুরি রহস্য ২৪
চিলেকোঠার জলরহস্য ৩০
নুনের খনি রহস্যে পুপুল ৩৬
পুপুলও ভুল করে ৪৬
পুপুলের চন্দ্রাভিযান ৫১
গোয়েন্দা পুপুলের সোনার হরিণ ৬০
গোয়েন্দা পুপুলের গন্ধ বিচার ৬৫
গোয়েন্দা পুপুলের বুদ্ধিমান স্মার্টফোন ৭০

ন ভে লা

গোয়েন্দা পুপুল ও সারেং রহস্য (পর্ব-১) ৮৯

ছো ট গল্প

গোয়েন্দা পুপুল ও সারেং রহস্য (পর্ব-২): হারানো জাহাজ ১১৯

পুপুল তখনও গোয়েন্দা হয়নি

এক

বাবা-মায়ের সঙ্গে প্রথম বেড়াতে বেরোনো ছোট্ট পুপুলের। কলকাতার কাছেই। শঙ্করপুরের সমুদ্র দেখতে। প্রথম সমুদ্র দর্শনে অপার বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে সে। বাবা বলেন, "আমরা 'সি' দেখতে এসেছি।" পুপুল একগাল হেসে বলে "না, 'ডি।'"

পূর্ণিমার রাতে শঙ্করপুরের নির্জন বালুকাবেলায় তটতল্লাশি করতে বেরিয়েছিল ওরা। পুপুল তার মা-বাবার হাত ধরে হাঁটছিল। ঢেউ এসে সজোরে আছড়ে পড়ছে। পায়ের পাতার মধ্যে বালি ঢুকে একাকার। জল সরে যাচ্ছে। আবার আসছে ঢেউ। পুরীর মতো বড় ঢেউ নয় তবুও সমুদ্র দেখে পুপুল আত্মহারা। গম্ভীর পাহাড়ের গতি নেই আছে একঘেয়েমি; আর সমুদ্র যেন কথা বলে তার জলের উচ্ছ্বাস নিয়ে। খলখল করে তার ঢেউ। ঢেউগুলো যেন ঘাগরার কুঁচি দুলিয়ে নেচে নেচে বয়ে যায় বালি, নুড়ি-পাথরকে ছুঁয়ে। খুশিতে ডগমগ পুপুল। আরও খুশি রকমারি শাঁখ, ঝিনুক কুড়িয়ে।

হঠাৎ পুপুলের পায়ে এসে ঠেকল কী একটা যেন। ভাবল না জানি কী সামুদ্রিক প্রাণী এসে অজান্তে তাকে ধরা দিয়েছে অনায়াসে। অন্ধকারে সে ভয় পেয়ে মায়ের আঁচল ধরে বলে উঠল, "উরিবাবারে! এটা আবার কী?"

দেখে একটা বড় কাচের বোতল।

ভাসতে ভাসতে চলেছিল সেটা। হয়তো সে আসছে হিমালয়ের বরফ গলা জল সাঁতরে, গঙ্গার মধ্যে দিয়ে। বড় বড় শহরের কোল ঘেঁষে, ঘোলা জলের মধ্যে দিয়ে, স্রোতের আনুকূল্যে, ঝড়-বৃষ্টিতে। ডুবে গিয়ে আবার ভেসে উঠে চলেছিল নদীর খুশিতে, জলের খেয়াল-ডিঙিতে করে। কুমিরের

ঠাম্মার হার চুরি

ছোট্ট একরত্তি পুপুল। বড় বড় চোখ মেলে চেয়ে থাকে তাদের দখিনের একফালি বারান্দার গ্রিলের মধ্যে চিবুক রেখে। ভোরবেলাতেই মা উঠিয়ে দেয় মেয়েকে। ঠাম্মার তাই একটু রাগ বৌমার উপর।

"কেন বাপু? ঐটুকুনি হাড়ের শরীর, সর্বসাকুল্যে পনেরো-ষোলো কেজি ওজন মেয়েটার, কটুকুনি খায় দায়, ঘুম না হলে চেহারা হবে?"

পুপুলের মা নরম স্বরে বলে, "হাড় থাকলেই মাস হবে মা। মাথা কাজ করলেই মানুষ হবে।"

ঠাম্মা কথা বাড়ান না। পুপুল সেই বছর তিন-চারেকের তখন। নার্সারি স্কুলে পাঠায়নি তার মা-বাবা তাকে। বাড়িতেই মুখে মুখে চলেছে মাথাখাটনি; মানে নামতার ধারাপাত থেকে অ-এ অজগর আসছে তেড়ে, জাহাজ ভাসে সাগর জলে। এ সব মায়ের কাছে চলতে ফিরতে শেখা। আবার মায়ের টোষ্টারে টোষ্ট সেঁকতে সেঁকতে মুখে মুখে চারেক্কে চার, চার দুগুণে আট। কখনও গরম তেলে ডাল সাঁতলাতে সাঁতলাতে মা বলে, "ঝাড়ু হাতে এল কানাই, পুপুল তাপ্পর?" পুপুল বলে ওঠে, "ঝালু হাতে এলোক্কানাই, হঁওয় চলে নাচ্চে দুবাই।"

কখনও আবার চায়ে চুমুক দিতে দিতে মা বলে, "মূর্ধন্য নাকের পরে। তাপ্পর?"

পুপুল বলে, "তিমি আপন শিকাল ধলে।"

"এই তিমির ইংরেজি কী পুপুল?" পুপুল বলে, "হোয়েল।"

এভাবেই কাটে পুপুলের রোজনামচা।

দুপুরবেলায় ঠাম্মার পাশে শুয়ে উল্টুনির মার গপ্পো, ট্যাঁপা আর টেঁপির গপ্পো শুনতে শুনতে পাশবালিশের দড়ি হাতে পেঁচিয়ে পুপুল যায় ঘুমের দেশে। কোনও কোনোদিন ঘুম ভেঙে যায় বাসনওয়ালার সাইকেলের শব্দে।

গোয়েন্দা পুপুলের সারেং রহস্য

(প্রথম পর্ব)

এক

পুপুল বড় হচ্ছে। সেইসঙ্গে পরিণত হচ্ছে ওর গোয়েন্দাপ্রবণ মন। স্কুলের পড়াশুনোর চাপ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গোয়েন্দা গল্পের বইয়ে মনঃসংযোগে ঘাটতি পড়ছে। ছোটবেলা থেকে কলকাতার ছোটদের লাইব্রেরিগুলির মেম্বারশিপ একেএকে রিনিউ করিয়ে দিচ্ছেন পুপুলের বাবা কিন্তু সেই আগের মতো স্কুল থেকে ফেরার পথে লাইব্রেরি যাওয়া আর গোয়েন্দা গল্পের বই ধার করে নাচতে নাচতে ফেরার সুযোগ কমে আসছে। উঁচু ক্লাস তার। পরের বছর মেয়ের ক্লাস টেনের ফাইনাল বোর্ড পরীক্ষা। মা একটু রাশ টেনেছেন সবদিকেই।

গোয়েন্দা গল্প আর তোমার গোয়েন্দাগিরি শিকেয় তোলো কিছুদিন। পরীক্ষার বোর্ডের পড়ার চাপ বেশ আর সেইসঙ্গে রয়েছে প্রচুর প্রজেক্টের চাপ। এখন কী ভাগ্যিস স্কুল প্রজেক্ট দাঁড় করাতে পাড়ার দোকান বা বাজারে যেতে হয় না বাবার সঙ্গে। ছোটবেলা থেকেই পুপুল ইন্টারনেট ঘাঁটতে শিখেছে। অতএব প্রজেক্টের ছবির যোগান দেয় বাবার সঙ্গে বসে। বাড়ির প্রিন্টারে দিব্য প্রিন্ট আউট নেয়। সঠিক মাপে কেটে দেয় মা আর পুপুলের প্রজেক্ট খাতায় সাঁটানো হয়ে যায়।

এদিকে সারাবিশ্ব তথা দেশ জুড়ে করোনা ভাইরাসের থাবা। সবাই ঘরবন্দি। রোগের সংক্রমণের ভয়ে তটস্থ।

সেই করোনা অতিমারীর দমবন্ধ করা পরিবেশ দেখতে দেখতে আর করোনার সঙ্গে দিনযাপন করতে করতেই টুক করে একদিন ক্লাস টেনে